গঙ্গার তীরে
এক প্রার্থনা যাত্রা

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য
৭ দিনের নির্দেশিকা

প্রার্থনা নির্দেশিকা ২০২৬

"...যার পিপাসা পেয়েছে তাকে আমি মূল্য ছাড়াই জীবন জলের ফোয়ারা থেকে জল দেবো।" প্রকাশিত বাক্য ২১:৬



এই সপ্তাহে যীশুর সঙ্গে পথ চলার আমন্ত্রণ — গঙ্গার তীরের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি ঘুরে,
লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন্ত জলের উৎস ও জগতের আলোকে জানতে ও অনুসরণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে

IPC 110 Cities fft finishing the task

গঙ্গার তীরে এক প্রার্থনা যাত্রা

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য
৭ দিনের নির্দেশিকা

প্রার্থনা নির্দেশিকা ২০২৬

ভূমিকা

মহিমান্বিত হিমালয় থেকে, যেখানে তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি আকাশ ছুঁয়ে যায়, মহান গঙ্গা নদী তার যাত্রা শুরু করে। নেপাল ও উত্তর ভারতের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে এর জল উপত্যকা, সমভূমি, জনবহুল শহর ও গ্রামীণ জনপদ পেরিয়ে অবশেষে সমুদ্রে এবং তারও ওপারে পৌঁছায়। এই পবিত্র পথের ধারে বাস করে অপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনার সুযোগ খুবই কম বা একেবারেই নেই।

হিমালয়ের ছায়ায় নেপাল ও তার রাজধানী কাঠমান্ডু আজও হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রভাবিত। মন্দির, তীর্থস্থান, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব দৈনন্দিন জীবনকে আধ্যাত্মিক ভক্তিতে পূর্ণ করে রাখে। নদীটি যখন হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ, বারাণসী, পাটনা ও কলকাতা অতিক্রম করে, তখন তা এমন সব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পবিত্র নদীর সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে শুদ্ধি, আশীর্বাদ ও মুক্তি খুঁজেছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ও তার বাইরেও দীপাবলির সঙ্গে যুক্ত প্রতীকগুলি আজও নানা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে।

বালি পর্যন্ত, এমনকি পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলেও, আট-কোণা তারার প্রাচীন নকশাটি সমৃদ্ধি, আশীর্বাদ ও আধ্যাত্মিক আলোর সঙ্গে যুক্ত। দীপাবলির সময় বহু হিন্দু ধন ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করেন, বিশ্বাস করেন যে তিনি আগামী বছরের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ নিয়ে আসেন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়, আর লক্ষ্মীকে ঘরে প্রবেশ করে পরিবারকে আশীর্বাদ করার আমন্ত্রণ জানাতে রাতে দরজা খোলা রাখা হয়। হিন্দু ব্যবসায়িক নববর্ষ প্রায়ই দীপাবলির ঠিক পরে শুরু হয় বলে এই সময়টি গভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে — সমৃদ্ধি, শান্তি ও নতুন শুরুর আশায় পূর্ণ।

তবুও দীপাবলিতে জ্বালানো প্রতিটি প্রদীপের পেছনে রয়েছে শান্তি, আশা ও প্রকৃত আলোর জন্য এক গভীর আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের হৃদয়ের বাসনা, প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি জনগোষ্ঠী তাঁকে জানুক। যিশাইয় ৪৯:৬ যেমন ঘোষণা করে: “আমি তোমাকে অন্য জাতির কাছে আলোর মত করব যাতে তুমি আমার পরিত্রাতা হও পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত।” হিমালয় থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গঙ্গার যাত্রা অনুসরণ করতে করতে আসুন প্রার্থনা করি, যেন অনেকে জগতের প্রকৃত আলো যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পায় এবং কেবল তাঁর মধ্যেই পাওয়া আশা ও পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করে।



গঙ্গার তীরে এক প্রার্থনা যাত্রা

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য
৭ দিনের নির্দেশিকা

প্রার্থনা নির্দেশিকা ২০২৬

হিন্দুধর্মকে বোঝা 04

কেন আমরা বিশ্বের ১১০টি শহরে মনোযোগ দিই 05

গঙ্গা অববাহিকা 07

দিন ১: হিমালয় – কৈলাস পর্বত, কাঠমান্ডু 08

দিন ২: উচ্চ গঙ্গা – হরিদ্বার ও ঋষিকেশ, উত্তরাখণ্ড 09

দিন ৩: মধ্য উত্তরপ্রদেশ – অযোধ্যা ও এলাহাবাদ/প্রয়াগরাজ 10

দিন ৪: পূর্ব উত্তরপ্রদেশ – বারাণসী, হিন্দুধর্মের হৃদয় 11

দিন ৫: নিম্ন গঙ্গা – পাটনা ও কলকাতা 12

দিন ৬: প্রবাসী/BAPS/যোগ/গুজরাটি/দীপাবলি 13

দিন ৭: হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস 14

২০২৭ সালের ৫টি বিশ্ব প্রার্থনা দিবস 15

ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে প্রার্থনা – YouVersion অ্যাপ 16

হিন্দুধর্মকে বোঝা

আমাদের প্রার্থনা যাত্রা শুরু করার সময়, যাঁদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি তাঁদের বোঝার জন্য সময় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে ১২০ কোটিরও বেশি হিন্দু রয়েছেন — বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১৫% — যা হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত ধর্মে পরিণত করেছে। এঁদের সিংহভাগ, ৯৪%-এরও বেশি, ভারত ও নেপালে বাস করেন, যদিও শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, বালি (ইন্দোনেশিয়া), মরিশাস, ত্রিনিদাদ, ফিজি, যুক্তরাজ্য ও উত্তর আমেরিকায় প্রাণবন্ত হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ও উৎসবের আড়ালে রয়েছেন বাস্তব মানুষ — মা, বাবা, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, প্রতিবেশী — যাঁদের প্রত্যেকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে অনন্যভাবে সৃষ্ট এবং তাঁর গভীর ভালোবাসার পাত্র।

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কীভাবে?

হিন্দুধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা বা উৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত কোনো পবিত্র ঘটনা নেই। প্রাচীন রচনা, মৌখিক ঐতিহ্য এবং দর্শন ও পুরাণের নানা স্তরে গড়ে উঠে হাজার হাজার বছর ধরে এটি ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে। অনেক পণ্ডিত এর শিকড় খুঁজে পান সিন্ধু সভ্যতায় এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ সালে ইন্দো-আর্যদের আগমনে। প্রাচীনতম হিন্দু শাস্ত্রগুলির অন্যতম বেদ এই সময়েরই, এবং আজও হিন্দু বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে।

হিন্দু হওয়ার অর্থ কী?

হিন্দু হওয়া মানে সবসময় কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ মেনে চলা নয় — প্রায়ই এর অর্থ একটি সংস্কৃতি, উপাসনার এক ছন্দ এবং এক সম্মিলিত জীবনধারার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা।

অনেকের কাছে হিন্দুধর্ম উৎসব, পারিবারিক আচার, তীর্থযাত্রা ও কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। কিছু হিন্দু গভীরভাবে ভক্তিপরায়ণ, আবার অন্যরা মূলত সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে অংশ নেন। হিন্দুরা এক দেবতা, বহু দেবতার উপাসনা করতে পারেন, অথবা সমগ্র বাস্তবতাকেই ঐশ্বরিক মনে করতে পারেন। হিন্দুধর্মে অসংখ্য সম্প্রদায় ও আচার রয়েছে, তবে এর কেন্দ্রে রয়েছে কর্ম (কারণ ও ফল), ধর্ম (ন্যায্য কর্তব্য), সংসার (পুনর্জন্মের চক্র) এবং মোক্ষ (এই চক্র থেকে মুক্তি)।



কেন আমরা বিশ্বের ১১০টি শহরে মনোযোগ দিই

এই নির্দেশিকা জুড়ে বেশ কয়েকটি শহরকে তুলে ধরা হয়েছে — এশিয়ার হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ১৯টি শহরের কয়েকটি নমুনা। এই লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করে আপনি এই ওয়েবসাইটে শহরগুলির পরিচিতি দেখতে পারবেন: https://110cities.com/.

১১০টি শহরের উপর কৌশলগত মনোযোগের জন্ম হয়েছে বিশ্বজুড়ে নগরায়ণের দিকে বিরাট স্থানান্তর এবং শহরগুলির প্রতি ঈশ্বরের হৃদয়ের উপলব্ধি থেকে। বাইবেল প্রায়ই শহরের কথা বলে, এবং যিরূশালেমের জন্য যীশুর কান্নার কথাও বলে। আজ বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে, এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে; প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ শহরে চলে আসছে। এই প্রার্থনা ও মিশন উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে গীতসংহিতা ১১০:১-৩, যা ঈশ্বরের লোকদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং জাতিগণকে উদ্ধার করার জন্য একসঙ্গে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করার "যাত্রার আদেশ" দেয়। যীশুর সঙ্গে প্রার্থনায় কাজ করার এই আমন্ত্রণ তাঁর যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।



কেন আমরা বিশ্বের ১১০টি শহরে মনোযোগ দিই



১১০টি শহর বেছে নেওয়া অত্যন্ত কৌশলগত এবং কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে:

- এগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে কম পৌঁছানো মহানগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; বিশ্বের অবশিষ্ট অপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ৯৭%-এর ভাষা এখানে বলা হয়।
- মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শহরগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে; স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছানো এবং আন্দোলনের বিস্তারের সোপান হিসেবে কৌশলগত স্থানগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ, সম্পদ ও কর্মী পাঠানোর জন্য বিশ্বের বৃহত্তম মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলনগুলি এই শহরগুলিকে লক্ষ্য করেছে।
- এই শহরগুলিতে জনগোষ্ঠী বাছাই করা হয়েছে ভাষাগত তথ্যভাণ্ডার এবং World Christian Database-এর তালিকার ভিত্তিতে — সবচেয়ে বেশি সুসমাচার-অশ্রুত মানুষ রয়েছে এমন ২৫৭টি জনগোষ্ঠী, যারা বিশ্বের সমস্ত সুসমাচার-অশ্রুত মানুষের ৮০%-এরও বেশি।

লক্ষ্য হলো শহরজুড়ে ঈশ্বরের রাজ্য ও সুসমাচারের এক আন্দোলন গড়ে তোলা — এক জীবন্ত প্রক্রিয়া, যেখানে পবিত্র আত্মা সমগ্র শহরে কাজ করেন, খ্রীষ্টের দেহকে জনসংখ্যার চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধি করেন এবং সমগ্র শহরকে খ্রীষ্টের জন্য স্পর্শ করেন।

এই বৈশ্বিক শহরগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে প্রার্থনা ও শিষ্য তৈরির কাজে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা সবাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

THE GANGES BASIN

FROM GAUMUKH TO THE BAY OF BENGAL

A SACRED RIVER • A SHARED HERITAGE • A LIFELINE FOR MILLIONS



SOURCE
GAUMUKH

Gaumukh Glacier
Uttarakhand, India
Altitude: 4,023 m

> Ganga is not just a river, it is a lifeline, a culture, a faith and a civilizations

MAJOR TRIBUTARIES

1. Yamuna
2. Alaknanda
3. Bhagirathi
4. Mandakini
5. Dhauliganga
6. Pindar
7. Nandakini
8. Ramganga
9. Gomti
10. Ghaghara (Karnali)
11. Gandak
12. Kosi
13. Son
14. Punpun
15. Damodar

GANGES BASIN OVERVIEW

- Length: ~2,525 km (Gaumukh to Bay of Bengal)
- Basin Area: ~10,86,000 sq km
- Countries Covered: India, Nepal, Bhutan, Bangladesh
- Supports over 40% of India's population
- One of the world's Most Culturally & Spiritually Significant River Basins

N
W E
S

LEGEND

- Main Stem (Ganga)
- Major Tributaries
- River
- International Boundary
- State / Country Boundary
- Major City / Town
- Important Temple / Ghat

Gaumukh
Gangotri
Bhagirathi
Alaknanda
Rishikesh
Tehri Dam
Haridwar
Ramganga
Yamuna
Bijnor
Gomti
Kannauj
Kanpur
Fatehpur
Prayagraj
(Triveni Sangam)
Varanasi
Patna
Bhagalpur
Murshidabad
Kolkata
Sagar Island
Son
Damodar
Karnali
(Ghaghara)
Gandak
Kosi
NEPAL
Kathmandu
BHUTAN
Thimphu
BANGLADESH
Dhaka
INDIA
BAY OF BENGAL

MAJOR CITIES ON THE GANGA

1. Gangotri
2. Uttarkashi
3. Rishikesh
4. Haridwar
5. Bijnor
6. Kannauj
7. Kanpur
8. Fatehpur
9. Prayagraj
10. Varanasi
11. Bhagalpur
12. Murshidabad
13. Kolkata

BASIN STATES / REGIONS (INDIA)

- Uttarakhand
- Uttar Pradesh
- Bihar
- Jharkhand
- West Bengal

AMAZING FACTS

- The Ganga basin is home to over 40% of India's population.
- The basin supports agriculture, industry, biodiversity and culture.
- The Ganga river system is vital for food security, economy and spiritual life.

THE JOURNEY OF GANGA

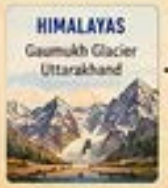

→ **UTTARAKHAND** — Origin of Ganga, Rishikesh, Haridwar



→ **BIHAR** — Ghaghara, Gandak, Kosi Join the Ganga

→ **WEST BENGAL** — Ganga flows as Hooghly



→ **BAY OF BENGAL** — Meets the Ocean (Sagar Island)

DID YOU KNOW?

The Ganges basin spreads across India, Nepal, Bhutan and Bangladesh and drains into the Bay of Bengal, forming the world's largest delta.

দিন ১
২ নভেম্বর

পর্বতমালার ঊর্ধ্বে চোখ তুলে

“আমি পর্বতদের দিকে চোখ তুলবো। কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে? আমার সাহায্য সদাপ্রভুর থেকে আসবে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন।”

গীতসংহিতা ১২১:১-২

বিশেষ মনোযোগ:

হিমালয় –
কৈলাস পর্বত, কাঠমান্ডু

আমরা এই প্রার্থনা যাত্রা শুরু করি হিমালয় অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে কৈলাস পর্বত ও নেপাল। অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের মানুষও এই অঞ্চলে বাস করলেও, আমরা আজ সেখানে বসবাসকারী হিন্দুদের জন্য প্রার্থনায় মনোযোগ দিই। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা নেপাল, ভারত, ভুটান, চীন ও পাকিস্তান জুড়ে বিস্তৃত। গভীর ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে বহু পবিত্র স্থান অবস্থিত। **যদিও লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী বদ্রীনাথ ও কেদারনাথের মতো হিমালয়ের পবিত্র স্থানগুলোতে যান, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের জন্য হিমালয় এক কঠিন কিন্তু গভীরভাবে সমাজবদ্ধ জীবনধারা প্রদান করে।** জীবিকা নির্ভর করে চাষাবাদ ও পশুপালনের ওপর, যা হিমবাহ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু ও ঋতুর পরিবর্তনের মুখে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গকে দেবতাদের আবাস বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, বহু হিন্দুর প্রধান দেবতা ভগবান শিব তাঁর স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে কৈলাস পর্বত নামে এক বিখ্যাত শৃঙ্গে বাস করেন। আশীর্বাদ লাভের আশায় তীর্থযাত্রীরা সেখানে পবিত্র আচার পালন করতে এবং কাছের মানসরোবর হ্রদে স্নান করতে যান।

মূলত হিমালয়ে অবস্থিত নেপালে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ হিন্দু বাস করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও নেপালে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস পালন ক্রমেই কম সহ্য করা হচ্ছে; নির্যাতন ও ধর্মান্তর-বিরোধী আইন বাড়ছে।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন হিমালয় অঞ্চলের মানুষ কৈলাস পর্বত ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের চেয়েও ঊর্ধ্বে চোখ তুলে সেই ঈশ্বরের দিকে তাকায়, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের ভালোবাসেন, এবং তাদের জন্য জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন তারা অনন্ত জীবন পায়।

  “ভবিষ্যতে সদাপ্রভুর গৃহের পর্বত সমস্ত পর্বতমালার শীর্ষস্থান হিসাবে স্থাপিত হবে এবং সমস্ত পাহাড়ের উপরে উন্নত হবে এবং সব জাতি তার দিকে প্রবাহিত হবে।” যিশাইয় ২:২

- প্রার্থনা করুন যেন শিব বা অন্য দেবতাদের আশীর্বাদপ্রার্থী তীর্থযাত্রীরা পথে যীশুর দেখা পান এবং তাঁকে অনুসরণ করতে নিজেদের জীবন সমর্পণ করেন।

  “ধন্য সেই লোক, যার বল তোমাতে, সিয়োনগামী রাজপথ যার হৃদয়ে রয়েছে। তারা কান্নার তলভূমি দিয়ে গমন করে, তারা পানীয় জলের ঝরনার সন্ধান পায়; প্রথম বৃষ্টি তা জলাধারের জল দিয়ে ঢেকে দেয়।”
  গীতসংহিতা ৮৪:৫-৬

- নেপালে যারা ক্রমবর্ধমান ধর্মান্তর-বিরোধী আইনের কারণে যীশুতে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করছে, তাদের জন্য এবং সেদেশের ক্রমশ নির্যাতিত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করুন।

  “কিন্তু এই সম্পদ আমরা মাটির পাত্রে (আমাদের পার্থিব দেহ) রেখেছি, যেন লোকে বুঝতে পারে যে এই মহাশক্তি আমাদের থেকে নয় কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। আমরা সব দিক দিয়ে কষ্টে আছি কিন্তু আমরা ভেঙে পড়ি নি; দিশেহারা হলেও আমরা হতাশ হয়ে পড়ছি না, অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেননি, মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেও আমরা নষ্ট হয়ে যাইনি।” ২ করিন্থীয় ৪:৭-৯

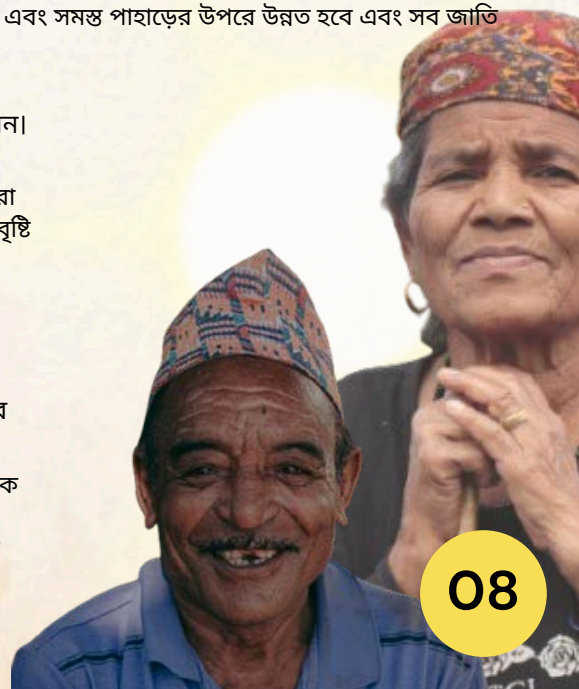

দিন ২

৩ নভেম্বর

যীশুর সাক্ষাৎ ও আরোগ্য, তাদের মাঝে যারা তাঁকে প্রায় চেনেই না

"...তিনি আমাকে ভগ্ন হৃদয়ের লোকদের সুস্থ করতে পাঠিয়েছেন, বন্দীদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে এবং যারা জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে তাদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন;"

যিশাইয় ৬১:১

বিশেষ মনোযোগ:

উচ্চ গঙ্গা –
হরিদ্বার ও ঋষিকেশ, উত্তরাখণ্ড

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হরিদ্বার ও ঋষিকেশ হিন্দু জগতের সবচেয়ে পবিত্র শহরগুলোর অন্যতম। এখানেই গঙ্গা পর্বত থেকে বেরিয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে। **প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী পবিত্র জলে স্নান করতে এই শহরগুলোতে আসেন, এই বিশ্বাসে যে নদী পাপ ধুয়ে দিতে এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি দিতে পারে।** হরিদ্বার গঙ্গা আরতির জন্য বিখ্যাত, আর ঋষিকেশ যোগ, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানও প্রবল। উত্তরাখণ্ড ধর্মান্তর-বিরোধী আইন পাস করেছে, যা খ্রিস্টীয় কার্যকলাপকে কঠোর নজরদারির আওতায় এনেছে। বহু গ্রামে হিন্দু পটভূমি থেকে আসা বিশ্বাসীরা পারিবারিক প্রত্যাখ্যান, সামাজিক বয়কট, হুমকি বা হিন্দুধর্মে ফিরে যাওয়ার চাপের মুখোমুখি হন।

এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আছে গাড়োয়ালি, যাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর সুযোগ সীমিত। উত্তরাখণ্ডে বিশ্বাসী ও পরিচর্যা সংস্থাগুলো বিশ্বস্তভাবে সেবা করলেও, **বহু বিচ্ছিন্ন পার্বত্য সম্প্রদায় এখনও সুসমাচারের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে।**

গাড়োয়ালি নারী রীনা শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁকে অলৌকিকভাবে সুস্থ করেছেন। তিনি ও তাঁর স্বামী যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু বিশ্বাসের কারণে তাঁর বাবা-মা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। বছরের পর বছর বিশ্বস্ত প্রার্থনার পর, তাঁর পরিবারের অর্ধেকেরও বেশি সদস্য যীশুকে গ্রহণ করেছেন এবং একসঙ্গে প্রভুর সেবা করছেন।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন গাড়োয়ালিরা ও উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য সুসমাচার-বঞ্চিত সম্প্রদায় যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভ করে।

  "ওহো পিপাসিত লোকেরা, তোমরা সবাই জলের কাছে এস; যার পয়সা নেই সেও এসে কিনে খেয়ে যাক। এস, বিনা পয়সায়, বিনামূল্যে আঙ্গুর রস আর দুধ কেনো।" যিশাইয় ৫৫:১

- নির্যাতন ও বিরোধিতার মুখোমুখি পালক, সুসমাচার প্রচারক ও বিশ্বাসীদের সুরক্ষা, সাহস ও প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করুন।

  "তোমরা শক্তিশালী হও ও সাহস কর, ভয় কোরো না, তাদের থেকে ভীত হয়ো না; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু নিজে তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না।" দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬

- প্রার্থনা করুন যেন দীপাবলির সময় হরিদ্বার ও ঋষিকেশে বহু আধ্যাত্মিক অন্বেষী জগতের প্রকৃত আলোকে আবিষ্কার করে।

  "যীশু আবার মানুষের কাছে কথা বললেন, তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীর মানুষের আলো; যে কেউ আমার পিছন পিছন আসে সে কোন ভাবে অন্ধকারে চলবে না" কিন্তু জীবনের আলো পাবে।" যোহন ৮:১২

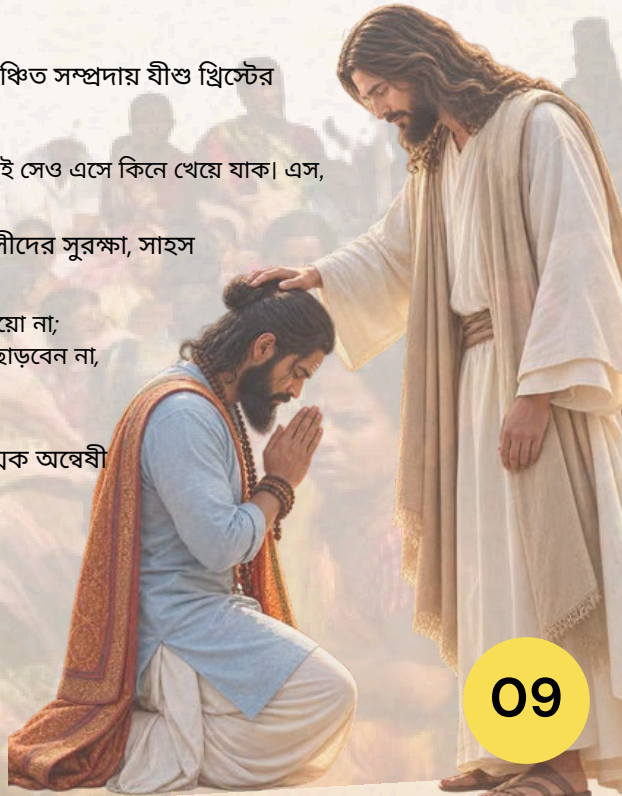

দিন ৩

৪ নভেম্বর

ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়

"...যদি তোমাদের একটি সরষে দানার মতো বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, এখান থেকে ঐখানে যাও, আর সেটা সরে যাবে এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকবে না।"

মথি ১৭:২০-২১

বিশেষ মনোযোগ:

মধ্য উত্তরপ্রদেশ – অযোধ্যা ও এলাহাবাদ/ প্রয়াগরাজ

অযোধ্যা ও প্রয়াগরাজ **(এলাহাবাদ) গাঙ্গেয় সমভূমির পবিত্র নদী-পরিক্রমায় হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র শহরগুলোর অন্যতম।** এই পবিত্র পথে যাত্রা করা তীর্থযাত্রীরা দুটি শহরকেই তাঁদের যাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করেন — সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা, এবং গঙ্গা ও যমুনার মহাসঙ্গমে প্রয়াগরাজ।

দেবতা রামের কিংবদন্তি জন্মস্থান অযোধ্যা, আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বিস্ফোরক রাজনৈতিক-ধর্মীয় সংঘাতগুলোর একটির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে — সেই বিতর্কিত স্থানে, যেখানে রামের জন্মস্থানের মন্দির ছিল বলে দাবি করা হয় — যার ফলে দাঙ্গায় ২,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হন। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্থানটি হিন্দুদের দেওয়া হয়, এবং ২০২৪ সালে একটি বিশাল রাম মন্দির উদ্বোধন করা হয়, যা দেখায় এই পবিত্র ভূগোল হিন্দু পরিচয়ের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে জড়িত।

প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হয় কুম্ভ মেলা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব সমাবেশ, যেখানে ৪০ থেকে ৫০ কোটি তীর্থযাত্রী আসেন — যাদের অনেকেই আসেন সারা বিশ্ব থেকে — এবং তাঁদের বেশিরভাগই কখনও সুসমাচার শোনেননি।

সুসমাচার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বানিয়া — এই অঞ্চল জুড়ে প্রভাবশালী এক বণিক জাতি — বংশপরম্পরার হিন্দু ভক্তি-চর্চা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় প্রোথিত হয়ে এখনও মূলত খ্রিস্টের বার্তার নাগালের বাইরে রয়ে গেছে।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন সুসমাচার স্পষ্টতা ও শক্তির সঙ্গে অযোধ্যা ও প্রয়াগরাজের মানুষের কাছে পৌঁছায়, পবিত্র আত্মা তা গ্রহণ করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত করেন, এবং তাঁর আরোগ্যদায়ী উপস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনার মধ্যে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশীদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে।

  "সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয়ের কাছে এল এবং বলল, "দেখ! আমি সদাপ্রভু, সমস্ত মানবজাতির ঈশ্বর। কোন কিছু করা কি আমার পক্ষে খুব কঠিন?" যিরমিয় ৩২:২৬-২৭

- প্রার্থনা করুন যেন শুদ্ধি ও নবায়নের খোঁজে কুম্ভ মেলায় যাওয়া সকলে যীশুর এমন অনুসারীদের দেখা পান, যাঁরা তাঁদের বলতে পারেন যে তিনিই জীবন্ত জল, যিনি আমাদের প্রকৃতভাবে শুচি করেন এবং আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করতে মুক্ত করেন।

  "এখন শেষ দিন, উত্সবের মহান দিন, যীশু দাঁড়িয়ে চিত্কার করে বললেন, কারুর যদি পিপাসা পায় তবে আমার কাছে এসে পান করুক। যে কেউ আমাতে বিশ্বাস করে, যেমন শাস্ত্রে বলা আছে, তার হৃদয়ের মধ্য থেকে জীবন জলের নদী বইবে।" যোহন ৭:৩৭-৩৮

- প্রার্থনা করুন যেন বানিয়া জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা জানতে পারে — যীশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে সকলের জন্য দেওয়া এক ভালোবাসা — এবং অনেকে তাঁর ভালোবাসার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে সাড়া দেয়।

  "কারণ আকাশমণ্ডল নিচু কর এবং নামিয়ে আন, সদাপ্রভু; পর্বতকে স্পর্শ কর, তাদের ধোঁয়া কর। বিদ্যুতের চমক পাঠাও এবং আমার শত্রুদের ছিন্নভিন্ন কর, তোমার বান ছোড়ো এবং পরাজিত করে পিছনে পাঠাও। ওপর থেকে তোমার হাত বাড়াও; আমাকে উদ্ধার কর জলরাশি থেকে, রক্ষা কর বিজাতি-সন্তানদের থেকে।" গীতসংহিতা ১৪৪:৫-৭

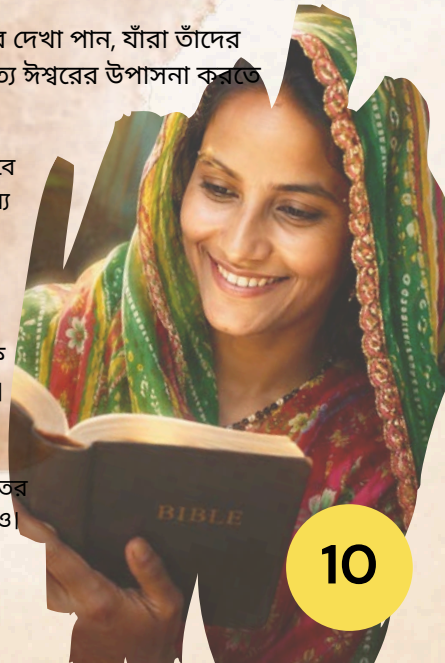

দিন ৪

৫ নভেম্বর

হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক হৃদয়

"হরিণ যেমন জলস্রোতের জন্য আকাঙ্খা করে, ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার জন্য আকাঙ্খা করে। ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত, জীবিত ঈশ্বরের জন্য; আমি কখন আসব এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াব?"

গীতসংহিতা ৪২:১-২

বিশেষ মনোযোগ:

পূর্ব উত্তরপ্রদেশ – বারাণসী

গঙ্গার তীরে অবস্থিত **বারাণসী** (কাশী বা বেনারস নামেও পরিচিত; উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) বিশ্বের প্রাচীনতম নিরবচ্ছিন্নভাবে জনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর একটি এবং হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক হৃদয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী পবিত্র গঙ্গায় স্নান করতে, ধর্মীয় আচার পালন করতে এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি খুঁজতে এখানে আসেন। শহরের ঘাট, মন্দির ও শ্মশানগুলো এক গভীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার প্রতিফলন।

পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ভারতের সবচেয়ে বেশি সুসমাচার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে আছে ভোজপুরি, মাল্লা (মাঝি), ডোম জোলা (তাঁতি) এবং বহু দলিত সম্প্রদায়। এদের অনেকেরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিতে সুসমাচার শোনার সুযোগ খুব কম বা একেবারেই নেই।

একটি প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বারাণসী সমগ্র উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। **দীপাবলির সময় হাজার হাজার প্রদীপ নদীর ঘাট আলোকিত করে, আর পরিবারগুলো সমৃদ্ধি, আশীর্বাদ ও নতুন শুরুর জন্য প্রার্থনা করে। তাই এটি প্রার্থনার এক কৌশলগত সময় — যেন আধ্যাত্মিক আলোর অন্বেষীরা জগতের প্রকৃত আলো যীশু খ্রিস্টকে খুঁজে পায়।**

মণ্ডলী বৃদ্ধি পেলেও, উত্তরপ্রদেশের ধর্মান্তর-বিরোধী আইনের কারণে বিশ্বাসীরা প্রায়ই সামাজিক প্রত্যাখ্যান, হয়রানি ও ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হন।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বহু সুসমাচার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সুসমাচার শোনে ও সাড়া দেয়।

  "কিন্তু হৃদয় যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয়। প্রভুই সেই আত্মা, যেখানে প্রভুর আত্মা সেখানে স্বাধীনতা।" ২ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭

- প্রার্থনা করুন যেন বারাণসীতে সেবারত পালক, সুসমাচার প্রচারক ও বিশ্বাসীরা সাহস, সুরক্ষা ও প্রজ্ঞা লাভ করেন।

  "সদাপ্রভু আমার পালক; আমার অভাব হবে না। তিনি আমাকে সবুজ চারণভূমিতে শোয়ান; তিনি শান্ত জলের পাশে আমাকে পরিচালনা করেন। তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন, তিনি তাঁর নামের জন্য আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। যদি আমি মৃত্যু ছায়ার উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যাই, আমি অমঙ্গলের ভয় করব না কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ; তোমার লাঠি এবং ছড়ি আমাকে সান্ত্বনা করে।"
  গীতসংহিতা ২৩:১-৪

- প্রার্থনা করুন যেন দীপাবলির সময় আশা ও আশীর্বাদের খোঁজে থাকা অনেকে যীশু খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহ আবিষ্কার করেন।

  "কারণ তোমরা আমার খোঁজ করবে ও আমাকে খুঁজে পাবে, যেহেতু তোমরা আমাকে তোমাদের হৃদয় দিয়ে খোঁজ করবে। তখন তোমাদের মাধ্যমে আমার খোঁজ পাওয়া যাবে এটি সদাপ্রভুর ঘোষণা, আমি তোমাদের বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে আনব এবং সমস্ত জাতির কাছ থেকে একত্রিত করব ও যেখানে আমি তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলাম সেখান স্থাপন করব এটি সদাপ্রভুর ঘোষণা, আমার কারণে যেখান থেকে তোমরা নির্বাসিত হয়েছিলে, সেখানে তোমাদের কে ফিরিয়ে আনব।" যিরমিয় ২৯:১৩-১৪

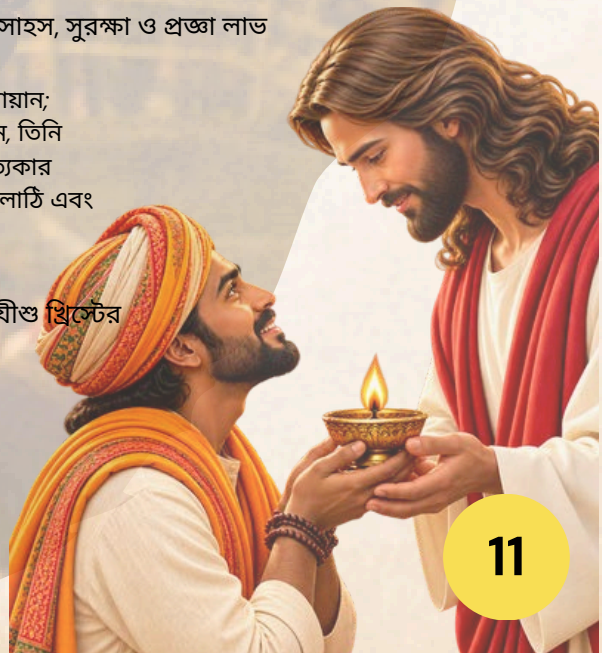

দিন ৫

৬ নভেম্বর

ঈশ্বর দেখেন, অনুভব করেন, শোনে এবং তিনি উপস্থিত

"পরে হাগার, যিনি তার সঙ্গে কথা বললেন, "সেই সদাপ্রভুর এই নাম রাখল, তুমি দর্শনকারী ঈশ্বর;" কারণ সে বলল, "যিনি আমাকে দেখেন, আমি কি এই জায়গাতেই তাঁর দর্শন করেছি?"

আদিপুস্তক ১৬:১৩

বিশেষ মনোযোগ:

নিম্ন গঙ্গা –
পাটনা ও কলকাতা

গঙ্গা উপত্যকা ধরে আমাদের প্রার্থনা যাত্রা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মধ্যস্থতার তীর্থযাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছাচ্ছি। আজ আমরা আমাদের হৃদয় ফেরাই **পাটনা** ও কলকাতা, এই দুটি প্রভাবশালী শহরের দিকে, যাদের ইতিহাস ও বাস্তবতা পূর্ব ভারতের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে।

বিহারের রাজধানী পাটনা ভারতের দরিদ্রতম রাজ্যগুলোর একটিতে অবস্থিত। এই প্রশাসনিক কেন্দ্রের চারপাশের বহু পরিবার আজও দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সুযোগের অভাবের সঙ্গে লড়াই করছে। স্থানীয় জীবন প্রায়ই গ্রামীণ কষ্ট এবং বেঁচে থাকার জন্য শহরে অভিবাসনের দ্বারা গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ও শৈল্পিক প্রভাবের জন্য পরিচিত, এবং জ্ঞান ও রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবু এর ঐতিহাসিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার আড়ালে বহু মানুষ অতিরিক্ত জনসংখ্যা, কষ্ট ও গভীর সামাজিক প্রয়োজনের মুখোমুখি।

এই দুই শহরেই মানব পাচার আজও সবচেয়ে অসহায় মানুষদের শোষণ করে চলেছে। জাতিভিত্তিক নিপীড়ন বহু প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য এক বেদনাদায়ক বাস্তবতা। অনেকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিবাহ ও সামাজিক স্বীকৃতিতে বাধার মুখোমুখি হন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কথা শুনে বড় হয়েছে যে জন্মের পরিস্থিতির কারণে তাদের মূল্য কম, যা বর্জন, লজ্জা ও হতাশার এমন ক্ষত রেখে যায় যা দশকের পর দশক ধরে পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে। পাটনা ও কলকাতার বিশাল জনসংখ্যার আড়ালে রয়েছে ঈশ্বরের ভালোবাসার লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের প্রত্যেকের আছে নিজস্ব আশা, সংগ্রাম, এবং মর্যাদা, ন্যায় ও আশার আকাঙ্ক্ষা।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন পাটনা ও কলকাতায় ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারীরা যীশুতে ক্ষমা ও নতুন জীবনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, এবং নিজেদের শহরে ন্যায় আচরণ করার, দয়া ভালোবাসার ও নম্রভাবে চলার যে সুযোগ তিনি দেন তা চিনতে পারেন।

  "হে মানুষ, তিনি তোমায় বলেছেন, যা ভালো এবং যা সদাপ্রভু তোমার কাছ থেকে চান, ন্যায্য আচরণ কর, দয়া বা অনুগ্রহকে ভালবাসো এবং নম্র ভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চল।" মীখা ৬:৮

- প্রার্থনা করুন যেন পাচারের শিকার, জাতিপ্রথায় বঞ্চিত, শারীরিকভাবে অসহায় ও দরিদ্র মানুষেরা সুসমাচার শোনে এবং যীশুতে স্বস্তি ও নতুন জীবন খুঁজে পায়, যাঁর কাছে তারা তাঁর শক্তি ও নিজেদের মূল্যের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে।

  "সেইজন্য সব বিষয়ে নিজের ভাইদের মত হওয়া তাঁর উচিত ছিল, যেন তিনি মানুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। কারণ যীশু নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন বলে যারা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করতে পারেন।"
  ইব্রীয় ২:১৭-১৮

- এই শহরগুলোতে যীশুর যে অনুসারীরা ভালোবাসা নিয়ে চারপাশের মানুষের কাছে হাত বাড়াচ্ছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করুন; তাঁদের সুরক্ষা, প্রজ্ঞা, দিকনির্দেশনা ও উৎসাহের জন্য এবং প্রচুর ফসলের জন্য প্রার্থনা করুন।

  "আর যে ভালো জমির বীজ, এ সেই, যে সেই বাক্য শোনে তা বোঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয় এবং কিছু একশ গুন, কিছু ষাট গুন, ও কিছু ত্রিশ গুন ফল দেয়।" মথি ১৩:২৩

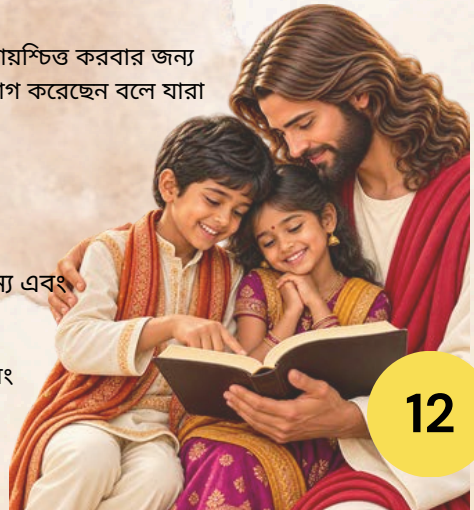

দিন ৬

৭ নভেম্বর

প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায়?

"সে ঝর্নাদের বাঁধে যাতে তারা চলে না যায়; যা কিছু সেখানে লুকান সে তা আলোয় নিয়ে আসে। প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যাবে? বুদ্ধির স্থানই বা কোথায়?"

ইয়োব ২৮:১১-১২

বিশেষ মনোযোগ:

প্রবাসী/BAPS/যোগ/
গুজরাটি/দীপাবলি



গঙ্গা অববাহিকার সীমানা ছাড়িয়ে হিন্দুরা তাঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সাগর পেরিয়ে নিয়ে যান, এবং যে দেশগুলোতে বসতি গড়েন সেখানকার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র নতুন করে গড়ে তোলেন। আজ আসুন আমরা ভারতীয় প্রবাসীদের জন্য প্রার্থনায় মনোযোগ দিই — যাদের সংখ্যা ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়েছে এবং যারা বিশ্বের সবচেয়ে ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে থাকা ও প্রভাবশালী অভিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর একটি হয়ে উঠেছে।

প্রবাসী সম্প্রদায়ের উপস্থিতির একটি দৃশ্যমান চিহ্ন হলো মন্দির নির্মাণ। কিছু পর্যবেক্ষক এই বড় মন্দির প্রকল্পগুলোকে কেবল উপাসনার স্থানের চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে দেখেন — নতুন দেশে সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও স্থায়িত্বের দৃশ্যমান, স্থায়ী ঘোষণা হিসেবে, এক ধরনের সাংস্কৃতিক এলাকা চিহ্নিতকরণ; আবার অন্যরা এগুলোকে কেবল ভক্তি ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে দেখেন। একইভাবে, **যোগের ব্যাপক জনপ্রিয়তা** পশ্চিমা ফিটনেস ও সুস্থতার সংস্কৃতিতে প্রবাসীদের মাধ্যমে হিন্দু শিকড়যুক্ত একটি আধ্যাত্মিক চর্চার সমান্তরাল স্বাভাবিকীকরণকে প্রতিফলিত করে। প্রবাসীদের মধ্যে **গুজরাটিরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য**, যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে উদ্যোক্তা, মোটেল-মালিক ও পেশাজীবী হিসেবে অভিবাসন করেছেন এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। **বিশ্বব্যাপী ভারতীয় প্রবাসীদের প্রায় ৩৩% গুজরাটি বলে মনে করা হয়; জাতিসংঘ-স্বীকৃত ১৯০টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে ১২৯টিতে তাঁরা আছেন, এবং তাঁদের সংখ্যা সম্ভবত ৬০ লক্ষ থেকে ১ কোটি।**

বিশ্বজুড়ে হিন্দু প্রবাসী সম্প্রদায় বাড়তে থাকায় দীপাবলির মতো হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ক্রমেই জনস্বীকৃতি পাচ্ছে। দীপাবলি হলো হিন্দুদের আলোর উৎসব, যা অন্ধকারের ওপর আলোর এবং অশুভের ওপর শুভের বিজয় চিহ্নিত করে (প্রায়ই রামের সীতাকে উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে আনার কাহিনির সঙ্গে যুক্ত)। দীপাবলির সময় হিন্দুরা মাটির প্রদীপ (দিয়া) ও মোমবাতি জ্বালান এবং লক্ষ্মী ও গণেশের মতো দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করেন, প্রায়ই আতশবাজি ও উৎসবমুখর সমাবেশের সঙ্গে।

প্রার্থনার বিষয়

- প্রার্থনা করুন যেন বিদেশে বসবাসকারী বিশ্বাসীরা প্রবাসী হিন্দুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে যীশুর ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার এই অসাধারণ সুযোগ কাজে লাগান।

  "...তবুও সদাপ্রভু তোমার উপরে উদিত হবেন ও তাঁর মহিমা তোমার উপরে প্রকাশিত হবে। জাতিরা তোমার আলোর কাছে আসবে এবং রাজারা তোমার উজ্জ্বল আলো যা উদিত হচ্ছে তার কাছে আসবে।" যিশাইয় ৬০:২-৩

- প্রার্থনা করুন যেন গুজরাটি সম্প্রদায়ের অনেকে সুসমাচার শোনে এবং যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর যে নতুন জীবন ও আশা দেন, তাতে খোলা হৃদয়ে সাড়া দেয়।

  "কিন্তু আমরা গোপন উদ্দেশ্যে রূপে অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা বলছি, সেই গুপ্ত জ্ঞান, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য জগত পূর্বকাল থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। এই যুগের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে কেউ তা জানেন নি; কারণ যদি জানতেন, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, "চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনে নি এবং যা মানুষ কখনো হৃদয়ে চিন্তাও করে নি, যা ঈশ্বর, যারা তাঁকে প্রেম করে, তাদের জন্য তৈরী করেছেন।" ১ করিন্থীয় ২:৭-৯

- প্রার্থনা করুন যেন যারা দীপাবলি পালন করেন তারা অন্ধকারের বদলে প্রকৃত আলোকে বেছে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন — যীশুকে, যিনি ক্রুশে তাঁর কাজের মাধ্যমে আমাদের মুক্ত করে ঈশ্বরের কাছে, "ঘরে" ফিরিয়ে আনেন।

  "কিন্তু এখন পাপ থেকে স্বাধীন হয়ে এবং ঈশ্বরের দাসরূপে সমর্পিত তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন।" রোমীয় ৬:২২

দিন ৭
৮ নভেম্বর

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস

হিন্দু জগতের জন্য এই বিশ্ব প্রার্থনা দিবসে প্রার্থনা করুন, যেন প্রত্যেক হিন্দু পবিত্র আত্মার শক্তি ও উপস্থিতির মাধ্যমে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে প্রকৃত সাক্ষাৎ লাভ করে। প্রার্থনা করুন যেন অন্ধত্বের আবরণ সরে যায় এবং সারা বিশ্বের হিন্দুরা যীশুর মুখে সুসমাচারের আলো দেখতে পায়! ২ করিন্থীয় ৪:৬। আমরা প্রত্যেককে এই দিনে নাম ধরে ৫ জন মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করি — আপনার পরিচিত এমন মানুষ, যাদের যীশুকে প্রয়োজন!

https://aqueductproject.zoom.us/j/82923936247
পাসওয়ার্ড: 2818

12 GLOBAL PRAYER POINTS

1. Pray for Jesus Christ to be exalted in every nation and for the Gospel to be proclaimed and to reach all people. (Matthew 24:14)
2. Pray for multiplying house churches to be planted among unreached megacities around the world.
3. Pray for the Lord of the Harvest to send forth laborers to every people group, tribe and nation. (Luke 10:2)
4. Pray for houses of prayer and worship to be established in cities and among the nations. (Mark 11:17)
5. Pray for unity in the Body of Christ and for the Holy Spirit to bring revival, humility and love. (John 17:23)
6. Pray for Bible translation and the Gospel to be made accessible in every language and culture.
7. Pray for believers experiencing persecution to stand firm in faith and to be strengthened. (Acts 4:3:1)
8. Pray for children and youth to encounter Jesus and to be raised up as a generation of kingdom leaders. (Joel 2:28)
9. Pray for the breakthrough of the Gospel in places of spiritual darkness and oppression. (2 Cor. 4:4-6)
10. Pray for the forgotten – the poor, the sick, the marginalized, and the lonely – that they may experience God's love. (Psalm 146:7)
11. Pray for migrants, refugees, and displaced people to find hope and safety in Jesus. (Matthew 9:37-38)
12. Pray for women, girls, and families to be protected, healed, and empowered by God's love. (Psalm 72:1-4)

২৪ ঘণ্টার নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী প্রার্থনায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিন, অথবা প্রিয়জনদের সঙ্গে একত্র হয়ে আমাদের পৃথিবীর হিন্দু জনগোষ্ঠীকে যীশুর কাছে তুলে ধরুন।



প্রার্থনা করি এই ২১ সুসমাচার-বঞ্চিত মহানগরের জন্য

1. Ahmedabad, India
2. Amritsar, India
3. Asansol, India
4. Bangalore, India
5. Bhopal, India
6. Chittagong, Bangladesh
7. Dhaka, Bangladesh
8. Delhi, India
9. Hyderabad, India
10. Jaipur, India
11. Kanpur, India
12. Kathmandu, Nepal
13. Kolkata, India
14. Lucknow, India
15. Mumbai, India
16. Patna, India
17. Prayagraj, India
18. Siliguri, India
19. Srinagar, India
20. Surat, India
21. Varanasi, India

2027

5 GLOBAL DAYS OF PRAYER

WORLDWIDE WORSHIP & PRAYERS FOR GOSPEL MOVEMENTS, REVIVAL & TRANSFORMATION



JANUARY 31ST

Global Day of Prayer
for Buddhist Peoples
(Lunar New Year)

MARCH 5TH

Global Day of Prayer
for Muslim Peoples
(Night of Power)

MAY 16TH

Global Day of Prayer for
the Worldwide Church
(Pentecost)

OCTOBER 29TH

Global Day of Prayer
for Hindu Peoples
(Diwali)

OCTOBER 11TH

Global Day of Prayer
for Jewish Peoples
(Day of Atonement)

Praying God's Word

365-Day Guide for the World

Join a global movement of intercessors praying by name for: marketplace leaders, church planters, Bible translators, women's leaders, children's ministry leaders and movement leaders - as they declare His Name among the 110 Gateway Cities of the unreached world.

Sign up at the YouVersion Bible app on iOS and Android platforms.

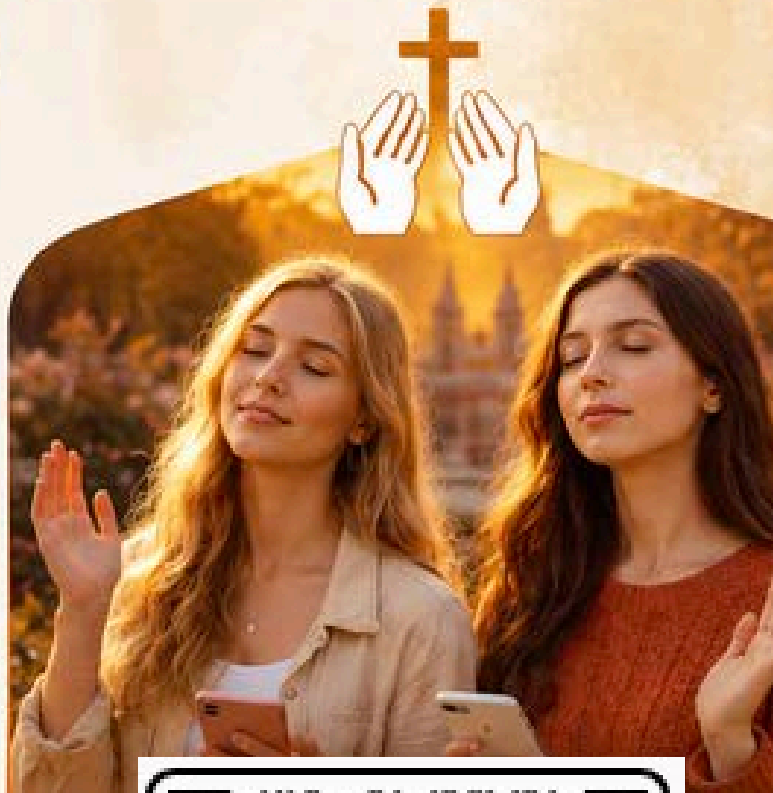

SIGN UP HERE

গঙ্গার তীরে এক প্রার্থনা যাত্রা

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য
৭ দিনের নির্দেশিকা

প্রার্থনা নির্দেশিকা ২০২৬

যৌথভাবে প্রকাশিত:

110 Cities | 2DC 2 DOLLAR CAMPAIGN | ftt finishing the task | 24:14 | YouVersion | PRAYER TOOLS

IPC প্রতি বছর পাঁচটি প্রার্থনা নির্দেশিকার বিষয়বস্তু লেখে ও প্রকাশ করে। প্রতিটি নির্দেশিকা ৩০টি ভাষায় অনূদিত হয় এবং সারা বিশ্বের ব্যক্তি ও সহযোগী পরিচর্যা সংস্থাগুলোর কাছে সহজলভ্য করা হয়। ১০ কোটিরও বেশি যীশুর অনুসারী এই বিনামূল্যের সম্পদ ব্যবহার করার অঙ্গীকার করেছেন।

এই সম্পদটি International Prayer Connect (IPC) রচনা ও প্রকাশ করেছে। প্রার্থনা, শিক্ষা ও পরিচর্যার অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি অবাধে শেয়ার ও বিতরণ করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনরুৎপাদন, রূপান্তর বা ব্যবহারের অনুমতির জন্য অনুগ্রহ করে IPC-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত বাহ্যিক ওয়েবসাইট বা তৃতীয় পক্ষের উৎসের বিষয়বস্তু বা নির্ভুলতার জন্য International Prayer Connect (IPC) দায়ী নয়।

ব্যক্তিদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নাম ও কিছু শনাক্তকারী তথ্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই সম্পদে চিত্রিত সমস্ত চরিত্র উদাহরণের উদ্দেশ্যে তৈরি কাল্পনিক উপস্থাপনা। এগুলো বাস্তব কোনো ব্যক্তিকে উপস্থাপন করে না, এবং জীবিত বা মৃত কোনো বাস্তব ব্যক্তির সঙ্গে যেকোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ কাকতালীয়।

শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলো Bengali Indian Revised Version (IRV) থেকে নেওয়া হয়েছে, © 2018 Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd., যা Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত (ebible.org)। গীতসংহিতার অধ্যায়-পদ সংখ্যা ইংরেজি বাইবেল অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

International Prayer Connect (IPC), যা International Prayer Council নামেও পরিচিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত একটি 501(c)(3) অলাভজনক সংস্থা। প্রধান কার্যালয়: 313 E Wiser Lake Rd, Lynden WA, 98264, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

2 BILLION CHILDREN

CHILDREN HAVE THE POWER TO CHANGE THE WORLD!



There are over 2 Billion children in the world under the age of 15 years. More than 1 Billion live in Asia, and more than 500 Million live in Africa.

IMAGINE... ALL CHILDREN

HEARING the voice of their Heavenly Father

KNOWING their identity in Christ

EMPOWERED by God's Spirit to share His love





GOD WANTS EVERY CHILD TO BE A WORLD CHANGER!





WILL YOU JOIN US?!

INSPIRATION • TRAINING • CHAMPIONS! • PRAY

PROUD TO BE PARTNERING WITH:

www.2bc.world

Lausanne Hethne Consultation 2028

Lausanne hethne CONSULTATION 2028









Let Your Light Shine Among the Hethne

The **Global Hethne Consultation 2028** will bring together a carefully selected group of leaders, practitioners, and collaborators from across the world who are engaged in ministry among Hethne people and their diaspora.

Join us

24 - 28
April 2028
Thailand

CONTACT: hethne2028@lausanne.org | www.lausanne.org/hethne2028

Lausanne MOVEMENT